দৈনিক বাংলা

174

163

তারিখ ... 19 MAY 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2 ...

২০

শিক্ষায়তনে বিশৃংখলা

ঢাকা কলেজে হাঙ্গামার খবর সকল শিক্ষানুরাগীকেই উদ্বিগ্ন করে তুলবে। গত বৃহস্পতিবার কলেজের প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালের কক্ষ তচনছ হয়। ল্যাবরেটরিরও ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলেছেন, ভাঙচুরের ফলে ক্ষতির পরিমাণ হবে প্রায় ১০ লাখ টাকা।

এতো শুধু আর্থিক ক্ষতির হিসাব। এ হিসাবের বাইরে রয়েছে পড়াশোনায় ক্ষতির হিসাব, যা টাকার অংকে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে নানা কারণে নানা ধরনের বিশৃংখলার ফলে জাতিকে বেশ চড়া মূল্যই দিতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এক একটি ব্যাচ তিন/চার বছর করে পিছিয়ে আছে। কলেজগুলিতে লেখাপড়ার মান পড়ে গেছে। নকলের উৎপাতে পরীক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত। আমাদের দেশে শিক্ষার মান সম্পর্কে কি দেশের কি বাইরের মানুষ— এখন আর আস্থাবান নন। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানীর একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ঢাকা কলেজে গোলমালের খবরে আমরা গভীর বেদনা অনুভব করেছি। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সন্ত্রাসরোধ ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে, তখন ঢাকা কলেজের এই ঘটনা খুবই অনভিপ্রেত বলে আখ্যায়িত হবে।

ঘটনার কারণ হিসাবে খবরে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চয়ই সেসব বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটান যেত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে এমন কোন বিরোধ নেই, বা এমন কোন সমস্যা নেই আলোচনার মাধ্যমে যার নিরসন সম্ভব নয়।

তরুণরা আবেগপ্রবণ আমরা জানি। তারুণ্যের উচ্ছ্বাস অনেক সময় শুভাশুভের ভেদরেখা চিনতে ভুল করে। তবে আমাদের মত এই দরিদ্র দেশে তরুণদেরও কিছুটা দায়িত্ব বহন করতে হবে। অবশ্য তরুণদের শেখানোর ভার অভিভাবকমহল ও কর্তৃপক্ষের ওপর অনেকখানি ন্যস্ত।

শিক্ষায়তনের কর্তৃপক্ষীয় মহলকেও উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে এক বিশৃংখলার আবর্তে গিয়ে পড়েছে। ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। ছাত্রদের সঙ্গে থেকেই তাদের আবেগকে সংহত ও তাদের সমস্যাবলী দূর করে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, শিক্ষায়তনে নীতিহীনতা প্রশ্রয় পাবে।

আমরা আশা করব, ঢাকা কলেজে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেখানে শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠবে। সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ শিক্ষাঙ্গনের উচ্ছৃংখলা দূর করতে এগিয়ে আসবেন এটাই আমরা আশা করি।